৪৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR. 2 1999
পৃঃ ২৫ কলাম ৪

রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তম কুমার দাস ॥ বয়স্ক ছাত্রনেতাদের পুনঃভর্তিসহ কতিপয় ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। আগামী ২২শে এপ্রিল রাকসু, ১৪টি হল সংসদ এবং সিনেটে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ধারিত দিন। ইতিমধ্যে বিস্তারিত তফসিল ঘোষিত হইয়াছে।

ছাত্রদলসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের দাবীর মুখে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়াছে। দীর্ঘ নয় বৎসর নির্বাচন হয় নাই। ১৯৯০ সনের ২৯শে জুলাই সর্বশেষ নির্বাচন হয়।

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংগঠন নির্বাচনকে স্বাগত জানাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তাহাদের "প্রস্তুতির" অভাব রহিয়াছে। প্রায় সকল সংগঠনেরই প্রার্থী মনোনয়ন সমস্যা রহিয়াছে। অপরদিকে, "সিনিয়র ছাত্র নেতাদের" পুনঃভর্তির দাবী উঠিয়াছে। প্রশাসনিক সূত্র অনুসারে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র সংগঠনসমূহ বিভিন্ন পূর্বশর্ত আরোপ করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে দাবীর সংখ্যা ততই বাড়িতেছে।

কয়েকটি সংগঠন নির্বাচনের আগে ও পরে ১৫ দিন ধরিয়া মোট এক মাস কোন পরীক্ষা গ্রহণ না করার দাবী তুলিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হইয়াছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পক্ষে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট হইতে পারে বলিয়া সকলের ধারণা।

ইহাছাড়া পুনঃভর্তির দাবী উঠিলেও ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্য হইতেই ইহার বিরোধিতা হইতেছে। অপেক্ষাকৃত 'জুনিয়র' এবং 'রেগুলার' নেতারা পুনঃভর্তির বিপক্ষে। একটি সূত্র অনুসারে একটি ছাত্র সংগঠনের বয়স্ক স্থানীয় নেতাদের অনেকেই ঠিকাদারীসহ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় নিয়োজিত। ক্যাম্পাস হইতে তাহারা প্রায় বিচ্ছিন্ন। অপরদিকে নিজেদের "ত্যাগের" প্রশ্নে প্রবীণ নেতারা পুনঃভর্তির সুযোগ চাহিতেছেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল খালেক ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে জানান, পুনঃভর্তির বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হইবে। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকের কোন তারিখ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। ঘোষিত তফসিল অনুসারে আগামী ৭ই এপ্রিল মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত দিন।